মুজিবনগর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের নতুন ভবনের উদ্বোধন

মুজিবনগরে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ৪ তলা প্রশাসনিক ও ৫ তলা একাডেমিক নতুন ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ভবনের উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের আয়োজনে উক্ত কলেজ হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অনলাইন সংযোগের মাধ্যমে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের সচিব আমিনুল ইসলাম খান, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড.ইব্রাহীম শাহীন, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্রাচার্য, মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার প্রমুখ।

এর আগে প্রধান অতিথি মুজিবনগর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে পৌছালে কলেজের পক্ষ থেকে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

পরে ফিতা কেটে তিনি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের নতুন ভবনের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

ভুলে ভরা বিনামূল্যের বই,

বিতর্কিত করা হচ্ছে আওয়ামী লীগকে

বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন বই বিতরণ শুরু করেছে সরকার। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) এসব বইয়ের বেশিরভাগেই দেশের সংবিধান, ভোটাভুটির ফল আর উৎসব নিয়ে ‘খটরমটর’ সব তথ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন বর্ষের বই নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিদিনের সপ্তাহব্যাপী অনুসন্ধানে এসব বিষয় উঠে এসেছে। এসব বই প্রতিবেদকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভুলে ভরা এসব বই দিয়েই শিক্ষার্থীরা নতুন বছরে পড়াশোনা শুরু করেছে। নতুন বইয়ে এমন তথ্যে বিব্রত শিক্ষক, শিক্ষাবিদসহ সচেতন মানুষ।

তথ্যমতে, নবম-দশম শ্রেণির পৌরনীতি ও নাগরিকতা বইয়ের ‘গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন’ অধ্যায়ে ৭৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘একটি দল নির্বাচিত হয়ে সঠিকভাবে জনগণের জন্য কাজ না করলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ সাধারণত সেই দলকে আর নির্বাচিত করে না। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশের এটি যেমন সত্যি তেমনিভাবে অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রেও সত্যি। তেমনি, বাংলাদেশে ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের পরিবর্তে বিএনপিকে এবং ২০০৮ সালে বিএনপির পরিবর্তে আওয়ামী লীগকে এ দেশের জনগণ ক্ষমতায় বসায়’। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ও রাজনীতিকরা বলছেন-

পাঠ্যবইয়ে এটি লেখার মাধ্যমে সারা দেশের শিক্ষার্থীদের কাছে আওয়ামী লীগের শাসনামলকে বিতর্কিত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। একইভাবে সরকারকেও বিব্রত করা হয়েছে চরমভাবে। বাংলাদেশের সংবিধানে এ পর্যন্ত ১৭টি সংশোধনী আনা হলেও সংবিধান অধ্যায়ে ৫১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ‘১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে এ পর্যন্ত সংবিধান মোট ১৬ বার সংশোধন করা হয়েছে।’ অথচ ২০১৮ সালের এপ্রিলে সপ্তদশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাস হয়। এরপর তিন বছর পার হতে চললেও এটি সংশোধন করেনি এনসিটিবি। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা অধ্যায়ে ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘দেশের প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত। মন্ত্রিপরিষদই প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী’।

অথচ সংবিধানের ৫৫ (২) অনুযায়ী- ‘প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্বে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।’ ৫৭

পৃষ্ঠায় রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে- ‘কোন ব্যক্তি পর পর দুই মেয়াদ অর্থাৎ একটানা ১০ বছরের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারেন না’। অথচ সংবিধানের ৫০ (২) অনুযায়ী- ‘একাদিক্রমে হউক বা না হউক- দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।’ বইটির এ অধ্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও রাষ্ট্রপতি নিয়ে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। এদিকে, দেশে মোট ১১টি সংসদ নির্বাচন হলেও ৭৫ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে দেশে ১০ বার সংসদ নির্বাচন হয়েছে। ৮৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলার জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখা হয়।

অথচ জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ অনুযায়ী- ‘প্রত্যেক জেলার অন্তর্ভুক্ত সিটি করপোরেশন যদি থাকে তাহলে মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র ও কাউন্সিলর এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হবে।’

এদিকে সরকার শিক্ষার্থীদের কোচিংয়ে নিরুৎসাহিত করলেও পাঠ্যবইয়ে কোচিংকে শিক্ষার বাড়তি ‘সুযোগ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বইটির ১১১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘মীনার বড় ভাই বিভিন্ন ক্লাসে শিক্ষকদের কাছে কোচিং করলেও তাকে কখনো এ ধরনের সুযোগ দেওয়া হয়নি’। শিক্ষাবিদরা মনে করেন, পাঠ্যবইয়ে এমন পাঠ সংযোজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোচিংয়ে আগ্রহের অপচেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন অধ্যায়ে ১৩৭ নং পৃষ্ঠায় জাতিসংঘ সম্পর্কে বলা হয়েছে- ‘শুরুতে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০’। অথচ প্রতিষ্ঠাকালীনই জাতিসংঘের সদস্য ছিল ৫১টি দেশ। বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। কিন্তু নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা বইয়ের ১৮৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ‘সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন’।

শিক্ষাবিদরা মনে করেন, জাতীয় এ নেতাকে ভুলভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভুল ইতিহাস শেখানো হচ্ছে। ডা. শামসুল আলম খান মিলন তৎকালীন স্বৈরাচার সরকারের সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হলেও বইয়ের ২১৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির পাশে পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হন’। নবম-দশম শ্রেণির ‘বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি’ বইয়ে বাংলাদেশের উৎসবের বিবরণে ২১ ফেব্রুয়ারি ও মহররমকে উৎসব হিসেবে দেখানো হয়েছে। অথচ ২১

ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং মহররমের ১০ তারিখে আশুরা, যা শোক হিসেবে পালিত হয়। এ ছাড়া বইটির ১২৭ পৃষ্ঠায় বৈশাখী মেলার বিবরণ দেওয়া হলেও পয়লা বৈশাখে রমনার বটমূলে দেশের বৃহৎ আয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। পাঠ্য বইগুলোতে অনেক বানান ভুল লক্ষ্য করা গেছে।

অষ্টম শ্রেণির সাহিত্য কণিকা বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠায় ‘বিব্রত’ শব্দের শব্দার্থ হিসেবে লেখা হয়েছে ব্যাকুল, ব্যতিব্যস্ত। নবম-দশম শ্রেণির বাংলা সাহিত্য বইয়ে ‘রহমানের মা’ অধ্যায়ে লেখকের পরিচয়ে বলা হয়েছে- রণেশ দাশগুপ্ত ঢাকার লৌহজংয়ের গাউপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জানা গেছে, এ লেখক ভারতের আসামে জন্মগ্রহণ করেন। বইটির ‘পোস্টার’ অধ্যায়ে লেখকের পরিচয়ে বলা হয়েছে- আবুল হোসেন খুলনা জেলার ফকিরহাট থানায় জন্মগ্রহণ করেন। কার্যত, ফকিরহাট থানা বর্তমানে বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। ফকিরহাট একসময় খুলনার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সেই হিসাবে লেখার ক্ষেত্রে ‘তৎকালীন’ শব্দটি ব্যবহার করা উচিত ছিল। বইটিতে তা উল্লেখ করা হয়নি। দুই শ্রেণির দুটি বইয়ে একই লেখকের পরিচিতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও ভিন্ন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির আমার বাংলা বইয়ে ‘অবাক জলপান’ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ‘সুকুমার রায় ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।’ অথচ নবম-দশম শ্রেণির ‘ছায়াবাজি’ অধ্যায়ে বলা হয়েছে- এ লেখকের মৃত্যু হয় ১৯২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। এনসিটিবি প্রণীত একই লেখকের ভিন্ন ভিন্ন তথ্যে বিভ্রান্ত শিক্ষার্থীসহ শিক্ষকরাও।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা পাঠ্যবইয়ের এসব ভুল সম্পর্কে প্রতিবেদককে বলেন, বইগুলো ২০১৩ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে। ভুল হয়ে থাকলে এসব বইয়ের লেখক, সম্পাদনা পরিষদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বসব আমরা। লেখকরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এসব লিখেছেন সে ব্যাপারে বাখ্যা চাওয়া হবে। যাচাই করে ভুল পাওয়া গেলে অবশ্যই সংশোধন করা হবে।

দামুড়হুদার চারুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নে ৮০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে চারুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ৪ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্হাপন করলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব হাজী আলী আজগার টগর।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এমপি আলী আজগার টগর বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা দেশ নেত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ কে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বিভিন্ন ভাবে উন্নয়ন মূলক কাজ করে যাচ্ছে, এ ধারাবাহিকতায় আজ ৮০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে চারুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ৪ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্হাপনে কাজ শুরু করতে যাচ্ছি।

এভাবে আমরা চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সড়কের কাজ সহ অসংখ্য উন্নয়ন মূলক কাজ করেছি এবং আরো যাতে আমরা চুয়াডাঙ্গা জেলাকে উন্নয়ন করতে পারি সেই জন্য কাজ অব্যাহত রেখেছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা সম্পাদক ও পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম, উপ সহকারী প্রকৌশলী ফজলুল হক, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের সদস্য আবু জাফর, সাধারণ সম্পাদক মমিন মাষ্টার সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বে করেন নাটুদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম।

মেহেরপুরের গোভীপুর মাদ্রাসার হিফজখানায় অনিয়ম, ছাত্রদের বিক্ষোভ

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসা লিল্লাহ বোডিং হিফজখানা ও এতিমখানায় নিন্মমানের খাবার পরিবেশন ও ভুয়া বিল ভাওচার করে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে সুপার সাদিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় মাদ্রাসা কমিটির সহ-সভাপতি শান্ত ও বোডিং সুপার সাদিকুল ইসলাম রবিবার সকালে মাদ্রাসার ছাত্রদের মারধর করেন বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী ছাত্ররা।পরে মাদ্রাসায় পড়বে না বলে ছাত্র মাদ্রাসা থেকে বের হতে গেলেও বাধা দেওয়া হয় তাদের। উপায় না পেয়ে এর সুষ্ঠ বিচারের দাবিতে মাদ্রসা প্রাঙ্গনেই বিক্ষোভ করতে থাকে ছাত্ররা।

পরে মেহেরপুর সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আমিরুল ইসলাম ও পুলিশ পরিদর্শন (অপারেশন) রাসুল সামদানি আজাদ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করেন।

হিফজখানার ছাত্র মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের বনি আমিন জানান, দির্ঘদিন ধরে আমাদের উপর অত্যাচর করা হয়। নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। আমাদের দিয়ে জোর করে ভুয়া বিল ভাওচার করে নেওয়া হয়। নিয়ম না থাকলেও আমাদের জোর করে বিভিন্ন নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া হয়। এসব কিছুর প্রতিবাদ করতে গেলে আমাদের মারধর করা হয়।

মাদ্রসার ছাত্র গাংনী উপজেলার রেজওয়ান আজম্মেদ সাব্বির ও সাদিক আলী জানান, আমরা যা শিখতে এখানে এসেছি তা শেখানো হয় না। দাখিল মাদ্রাসার নিয়ম আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমাদেরকে সর্ট পাঞ্জাবী পরতে বলা হয়। অথচ আমরা বড় জুব্বা ব্যবহার করি। এছাড়াও কেই যদি আমাদের খাওয়ার জন্য কিছু দান করেন, তার বেশির ভাগ বোর্ডিং সুপার সাদিকুল আত্মসাত করে ফেলেন।
এ বিষয়ে বোর্ডিং সুপার সাদিকুল জানান, আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ

সব মিথ্যা।

হিফজখানার সভপতি আব্দুল মান্নান বলেন, মাদ্রাসার কোন ঝামেলা হলে আমাকে তেমন জানানো হয় না। তবে যে অভিযোগ গুলো উঠেছে সেগুলো তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবো।

গোভিপুর দাখিল মাদ্রাসার সভাপতি ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শাহ জামান বলেন, এর আগেও বোর্ডিং সুপার সাদিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। তবে আজকের ঘটনায় আমরা এক সাথে আলোচনা করে সমাধান করার চেষ্টা করবো।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ৮ম শ্রেণির এক হিন্দু ছাত্রীকে অপহরণ!

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে দিপ্তী রাণী মন্ডল (১৪) নামে ৮ম শ্রেণির এক হিন্দু ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে কুমারখালী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ৮ম শ্রেণির ওই ছাত্রীর পিতা নিতাই চন্দ্র মন্ডল।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানা গেছে, কুষ্টিয়ার কুমারখালীর বাসিন্দা নিতাই চন্দ্র মন্ডল’র মেয়ে দিপ্তী রাণী মন্ডল (১৪) কুমারখালী থানাধীন দক্ষিণ মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্রী।

কুমারখালীর দক্ষিণ মনোহরপুর (বাগুলাট ইউনিয়ন) এর মোঃ লালন মন্ডলের ছেলে মোঃ রাফি হোসেন (১৮) বিভিন্ন সময় দিপ্তীকে চলা ফেরার পথে উত্যক্ত করতো এবং কুপ্রস্তাব দিত।

দিপ্তী বিষয়টি তার পিতা নিতাই মন্ডলকে অবহিত করে। নিতাই মন্ডল উত্যক্তকারী মোঃ রাফি হোসেন’র পিতা মোঃ লালন মন্ডল এবং চাচা মোঃ কলম মন্ডলকে বিষয়টি অবগত করেন।

১১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ বিকেলে দিপ্তী রাণী মন্ডল প্রয়োজনে বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় গেলে মোঃ রাফি হোসেন সুকৌশলে দিপ্তীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে কুমারখালী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ৮ম শ্রেণির ওই ছাত্রীর পিতা নিতাই চন্দ্র মন্ডল।

গাংনীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে ‘কিশোরের ডাক’ নামের একটি স্বেচ্ছা সেবী সংগঠন।

আজ সোমবার দুপুরে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র বিতরনের আয়োজন করে সংগঠনটি।

‘কিশোরের ডাক’ এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল নোমানের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, প্রথম আলো’র মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু সাইদ।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষকে নিজ নিজ এলাকার পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহবান করেন আলোচকরা।

এসময় শতাধিক শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র তুলে দেয়া হয়।

ঝিনাইদহে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধু শিশু শিক্ষালয়’ উদ্বোধন

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঝিনাইদহে ‘বঙ্গবন্ধু শিশু শিক্ষালয়’র উদ্বোধন ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। জেলা ছাত্রলীগের আয়োজনে গতকাল সোমবার সকালে শহরের ব্যাপারী পাড়ায় এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য এ স্কুলের উদ্বোধন করা হয়।

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদর পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সোহেল রানা সিটি, কেসি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি রেজওয়ানুল হক রিপনসহ অন্যান্যরা।

স্কুলের উদ্বোধন শেষে শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়া হয়। পরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আগত শিক্ষার্থীদের পাঠদান করান। এখন থেকে প্রতিদিন সকাল ও বিকালে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাঠদান করানো হবে বলে জানিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

দর্শনায় নতুন বই পেয়ে খুশি

ছাত্র-ছাত্রীরা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় নতুন বই পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা খুশি। তবে আগামী দিন ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া কেমন হবে তা নিয়ে ভাবছেন অভিভাবকরা।

এ দিকে বছরে শুরুতেই বই দেওয়ার কথা থাকলেও কোন কোন বিদ্যালয়ে শুক্রবার বই বিতরণ করেননি। তবে বেশ কিছু বিদ্যালয় ঘুরে দেখা যায়, ছাত্র-ছাত্রীরা স্বতর্স্ফূত ভাবে বছরের প্রথম দিনেই বই সংগ্রহ করছে।

গতকাল শনিবার দর্শনা আইডিয়াল স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বই বিতরণ করা হলেও সকল ছাত্র-ছাত্রী পূণার্ঙ্গ বই পাইনি। ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী মন খারাপ করে চলে যায়। দর্শনা আইডিয়াল স্কুলের সভাপতি উত্তম কুমার দেবনাথের সভাপত্তিতে অভিভাবকদের উপস্থিতিতে বই বিতরণ করা হয়।

এসময় অভিভাবক ইকবাল হোসেন বলেন, কোভিড-১৯ এর ছাত্র-ছাত্রীদের যে গ্যাপটা হয়েছে তা কিভাবে পূরণ করা যায় সে বিষয় শিক্ষদের পরামর্শ দেন।

এছাড়া স্কুলের পরিচালক ইন্টারনেটে ক্লাস করা বা দূরুত্ব বজায় রেখে ক্লাস করা যায় কিনা ভেবে দেখার কথা বলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেনসহ অন্যান্য অভিভাবক বৃন্দ।

মেহেরপুরসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বই বিতরণ

গতকাল শুক্রবার বেলা ১২টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর-শালিকা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বছরের শুরুতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে।

শ্যামপুর-শালিকা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর-শালিক মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোঃ আব্দুল বারী, ইউনিয়ন কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, সহকারি শিক্ষক মোঃ মোখলেছুর রহমান, আব্দুর রশিদ, মোহাম্মদ আলীসহ অনেকে।

এছাড়াও, মেহেরপুরে ১৩ টি মন্দির ভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে ভার্চুয়াল ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান (এম.পি) মেহেরপুরসহ ৬৪ জেলায় বই বিতরণী অনুষ্টানের উদ্ভোধন করেন।

এসময় অনুষ্টানটির সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত সচিব রঞ্জিত দাস।

এসময় মেহেরপুর শ্রী শ্রী শিদ্ধেশ্বর কালী মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের এডিএম তুষার কুমার পাল, সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও হিন্দু কল্যাণ ট্রান্স এর প্রকল্প পরিচালক হ্যাপি সাহাসহ ১৩ টি মন্দির ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীসহ অভিবাকগণ।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জনান, সারা দেশের ন্যায় ঝিনাইদহেও করোনা মহামারির মধ্যে বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবাল সকালে শহরের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে বই উৎসবের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ। এসময় সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ সফিয়ার রহমান, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সুষেন্দু কুমার ভৌমিকসহ শিক্ষক, অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও শহরের বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়সহ জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই বিতরণ করা হয়েছে।

করোনা মহামারির মাঝেও সামাজিক দূরুত্ব বজায় রেখে বই বিতরণ করায় খুশি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ জানান, আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত জেলার ৬ উপজেলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩৪ লাখ ৯১ হাজার ৮’শ ৩০ টি বই বিতরণ করা হবে।

এছাড়াও, মহামারি করোনার মধ্যে সারা দেশের ন্যায় হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ঘোড়াগাছা লাল মোহাম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের প্রথম দিনে নতুন বই তুলে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে বই উৎসবের উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শিল্পি খাতুন, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক শাহানুর আলমসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র এবং অভিভাবকরা।

মহামারি করোনা ভাইরাসের মাঝেও প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সামাজিক দূরুত্ব বজায় রেখে বই বিতরণ করায় খুশি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

প্রধান শিক্ষক জানান, সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক আগামী ১২ জানুয়ারির মধ্যে সকল ক্লাসের বই বিতরণ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

চিৎলা প্রতিনিধি জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়নের কুলপালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন বছরকে সামনে নিয়ে বছরের প্রথম দিনে বই বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রত্যেকে মাক্স পরিধান করে বই বিতরণের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করা হয়।

অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেছেন, কুলপালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোছা: সন্ধি মন আরা শাহ্। তিনি বলেন, কুলপালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং মাক্স পরিধান করে বই বিতরণ এর কাজ শুরু করা হয়, এবং আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুর কাজ সম্পন্ন করে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের পতিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরকারিকরণ করার ফলে বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মাকসুদা

মালিক, ম্যানেজিং কমিটির সহ-সভাপতি টিপু মিয়া, ম্যানেজিং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ।

জীবননগর অফিস জানায়, জীবননগর উপজেলায় নতুন বছরে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে জীবননগর উপজেলা প্রাথকিমক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে সামজিক দূরত্ব বজায় রেখে নতুন বছরের প্রথম দিনে জীবননগর উপজেলার ৭১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৩৫টি কেজি স্কুলের প্রায় ২৪হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস.এম.মুনিম লিংকন, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্ত্রী মেহেরুন্নেছা, জীবননগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান।

একই দিনে আলীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাই টিভির সিনিয়র রিপোর্টার এস কে লিটন, আলীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও বাঁকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদেও, প্রধান শিক্ষক আবুল হাসেমসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ।

মুজিবনগরে বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ

মুজিবনগরে বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বই বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী সংযুক্তের মাধ্যেমে উপস্থিত থেকে দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণের

উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন।

জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা অফিসের আয়োজনে উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তৌফিকুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার একেএম মামুনুর রশিদ, মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোবারক হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন।